যুগান্তর

তারিখ 18 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

অবৈধভাবে বিদেশে থাকা ঢাবির ২৮ শিক্ষককে চূড়ান্ত নোটিশ

তিন মাসের মধ্যে দেশে না ফিরলে চাকরিচ্যুতি

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ শিক্ষককে কাজে যোগদানের চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে। অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানকারী এসব শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে আর ফেরেননি। শুধু তাই নয়, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনাও পরিশোধ করেননি। আগামী তিন মাসের মধ্যে তারা কাজে যোগদান না করলে তাদের চাকরিচ্যুত করা হবে। ২৬ জুনের সিনেট অধিবেশনে তাদের ব্যাপারে রিপোর্ট করা হবে বলে জানা গেছে।

যেসব শিক্ষককে নোটিশ দেয়া হয়েছে তারা হলেন— সবচেয়ে নবীন বিভাগ উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সালমা আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মনির হোসেন মনি, সমাজকল্যাণের মিসেস রোকেয়া বেগম, পদার্থ বিজ্ঞানের শেখ খায়রুল আলম, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের আব্দুজ্জার কবীর, ফলিত পদার্থ, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাজ্জাদ হায়দার, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইন্সটিটিউটের মিসেস উত্তম সাদিদ, রসায়নের মঈনউদ্দিন, অর্থনীতির নাসিমা তানভীর চৌধুরী, রিফফাত জামাল চৌধুরী, একাউন্টিংয়ের আনিসুর রহমান, শাহেদ ইমাম, মোহাম্মদ ইসতিয়াক, অর্থনীতির ইকবাল আহমেদ সৈয়দ, আইবিএ'র অভিজিত বড়ুয়া, আসফিন আশরাফ-উল-হক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের রোকসানা আহমেদ, ড. আবুল কালাম, ভূগোল ও পরিবেশের মীর মোশারফ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জাহিদ হাসান চৌধুরী, রসায়নের ড. একরামুল নবী, কাজী সায়মা

নোটিশ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

নোটিশ : চূড়ান্ত

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সুলতানা, ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রযুক্তি বিভাগের আমিনুল ইসলাম মল্লিক, আইনের শাকিলা ফাহমিদা রহমান, ভূ-তত্ত্বের আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া ও ফিন্যান্সের ওমর ফারুক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ ২৮ জনের মধ্যে অবশ্য ৫ জনের চাকরিচ্যুতির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। একজনের নথি বর্তমানে সিন্ডিকেটে এবং চারজনের স্টাডিং কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। রোকসানা আহমেদ অব্যাহতি চেয়েছেন। স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন মীর মোশারফ আলী।

তাদের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মনির হোসেন মনি ২০০২ সালের ১০ মে, শেখ খায়রুল আলম ২০০১ সালের ২৯ আগস্ট, সাজ্জাদ হায়দার ২০০২ সালের ১১ মার্চ, আব্দুজ্জার কবীর ২০০৩ সালের ৪ আগস্ট এবং আমিনুল ইসলাম মল্লিক গত পাঁচ বছর ধরে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করছেন। অন্যরা সর্বনিম্ন ১ থেকে ৩ বছর ধরে বিদেশে আছেন অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি ছাড়া।

একটি সূত্র জানিয়েছে, বিদেশে অবৈধভাবে অবস্থানকারী শিক্ষকের সংখ্যা আরও বেশি। সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা আহমেদ আলী সিকদার ও রফিকউদ্দিনসহ কয়েকজনের একটি সিন্ডিকেট এ তথ্য গোপন রাখছে ছুটিখেলাপি শিক্ষকদের সঙ্গে গোপন সমঝোতাসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা নেয়ার মাধ্যমে। যে কারণে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ পর্যন্ত তথ্য চেয়েও অনেক সময় পান না। শুধু তাই নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে তথ্য চাওয়া হলেও তারা সরকারি পত্র ফাইলবন্দি করে ফেলে রাখে বলে অভিযোগ রয়েছে। আর একান্তই তথ্য দিতে হলে আংশিক তথ্য সরবরাহ করে থাকে। উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সভায়ও তথ্য উপস্থাপন করা হয় না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলে অনেক সময়ে হয়রানির অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কলা অনুষদের এক শিক্ষক ছুটি শেষ হওয়ার আগেই ছুটি বাড়ানোর আবেদন করেন। ওই শিক্ষক জাপানে পিএইচডি করছেন। কিন্তু তার আবেদনের তথ্য গোপন করা হয়। জানুয়ারি মাসে অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানের নোটিশ পেয়ে ওই শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্তাদের বিষয়টি অবহিত করেন বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে আহমেদ আলী সিকদার বলেন, শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা বা উপঢৌকন নেয়া সম্ভবই নয়। শিক্ষকরা এক পয়সা পেলেও তা ছাড়েন না। রফিকউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তথ্য গোপন রাখার দায়ভার আহমেদ আলী সিকদারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলেন, তিনি সবসময় ফাইল আপ-টু-ডেট রাখেন। সুবিধা নেয়ার কোন অভিযোগ তার বিরুদ্ধে কেউ উত্থাপন করতে পারবে না।

এদিকে বিদেশে অননুমোদিতভাবে অবস্থানের দায়ে ১৯৭২ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে ১০৯ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে স্থানীয় রাজস্ব ও অডিট অধিদফতরকে দেয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একপত্রে জানানো হয়েছে। এই ১০৯ শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা প্রায় ২ কোটি টাকা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে শিক্ষাঋণ নিয়ে বিদেশে পড়তে যান। এরপর তারা ফিরেও আসেননি, টাকাও পরিশোধ করেননি।